আমাদিন

তারিখ 31 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# মাধ্যমিক শিক্ষায় শনির দশা

কালকিনি (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ন্যুব্জ, শিক্ষক স্বল্পতা, নিম্নমানের ও বিগত বছরের অবিক্রীত বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানা সমস্যায় মাদারীপুরের কালকিনির ৫২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে।

জানা গেছে, নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, শশীকর উচ্চ বিদ্যালয়, খাতিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, সাহেবরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ক্রোকিরচর উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর রমজানপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবরামপুর এইচএমজি উচ্চ বিদ্যালয়সহ অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দ্বারা চলছে। সন্তোষজনক ফলাফল না হওয়ায় এ বছর আলিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, খাতিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, সাহেবরাপু এসএনজি উচ্চ বিদ্যালয়কে বোর্ড এমপিও বাতিলের হুশিয়ারি দেয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, স্বীকৃতি না থাকা বিদ্যাবাগিশ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাইচপারা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চলবল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিডি খান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বোর্ডে যাতায়াত করছেন। স্বীকৃতি নবায়নে ইউএনও, উপজেলা বা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কোনো মতামত নেয়া হয় না। স্বীকৃতি না থাকলেও বছরের পর বছর বোর্ডে অসাধু কর্মকর্তারা অনুমোদন দিচ্ছে ও আশ্বাস দিচ্ছে। এছাড়া শিক্ষক স্বল্পতায় বিগত বছরের বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ রকম-নানা সমস্যায় ৫২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়েছে।

অভিভাবক এমদাদ মোল্লা জানান, শিক্ষকদের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ দিলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বছরের পর বছর চলে গেলেও কর্তৃপক্ষ অভিযোগের তদন্ত শেষ করতে পারছেন না। শিক্ষা অফিস বিবরণীতে জানা যায়, 'প্রতি বছর প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৫ জন পাস করতে হবে এবং কমপক্ষে পাঁচজন পাস করতে না পারলে এমপিও স্থগিত করা হবে। কিন্তু এর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। উপজেলা (ভারপ্রাপ্ত) শিক্ষা কর্মকর্তা লিটু চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যালয় অধিক হওয়ায় শিক্ষকরা বোর্ডের এ নির্দেশ রক্ষা করতে পারছেন না। এ উপজেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে ২০-২২টি বিদ্যালয়ই যথেষ্ট। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের সরাসরি হস্তক্ষেপের ব্যাপারে তিনি বলেন, কিছু কাজ বোর্ড সরাসরি করে থাকে। বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, এমপিও স্থগিত ও পুনর্বহাল এবং স্বীকৃতি নবায়নসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে তারা আমাদের কোনো সুপারিশ নেয় না। স্বাভাবিক কারণেই বোর্ডের হস্তক্ষেপে এ উপজেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ আতিয়ার রহমান জানান, মধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সমস্যা রয়েছে। তার থেকেও বেশি সমস্যা রয়েছে মাদ্রাসাগুলোতে। আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালায় আটকা পড়ে আছি। শিক্ষা বোর্ডে আমরা একাধিকবার এসব বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠালেও কোনো ফায়দা হয়নি। এখানে আমাদের করার কিছু নেই।